সংযোগ
Shongjog

এই বুলেটিনটি কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত বাংলাদেশের নানা শ্রেনী পেশার মানুষের মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো, মানুষের ধারণা, আশঙ্কা এবং উদ্বেগগুলোর একটি সারসংক্ষেপ তৈরী করা, যাতে স্বাস্থ্য এবং মানবিক সংগঠন বা সংস্থাগুলো, মানুষের প্রয়োজন মাথায় রেখে সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

বুলেটিনের তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকাশনায় আমাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে চান এমন সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করতে আমরা আগ্রহী। আমাদের কাজের সাথে যুক্ত হতে চাইলে বা নানা মাধ্যম থেকে পাওয়া মতামতগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইলে, দয়া করে mahmuda.hoque@bd.bbcmediaaction.org – এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

করোনাকথা

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারিতে জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ০২ মে ১০, ২০২০

মানুষ যথাযথ তথ্য জানতে বা যাচাই করতে চাচ্ছে

মানুষজন যথাযথ তথ্য জানতে বা বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব পরামর্শগুলো পাচ্ছে তার সত্যতা যাচাই করতে চাচ্ছে। সাধারণত যে অনুরোধগুলো এসেছে তার মধ্যে কীভাবে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করা যায়, থানকুনি পাতার প্রতিরোধ শক্তি কতটুকু বা ধূমপায়ীদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে কিনা এই সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া লোকের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও, মানুষজন হটলাইন নম্বরগুলো এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর), স্থানীয় ইউএনও, ডাক্তার, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকতা এবং স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সাথে যোগাযোগের উপায় জানতে চাইছে; এইসব জায়গা থেকে যথাযথ তথ্যটি জানা যাবে বলে তারা মনে করছে।

সংক্রমণের হার বেশি এমন স্থান থেকে আসা ব্যক্তিদের সম্পর্কে মানুষজন তাদের উদ্বেগ উপস্থাপনের উপায় খুঁজছে

মানুষজন বলেছে কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার অনেক বেশি, বিশেষত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এর মতো জায়গাগুলো থেকে তাদের এলাকায় প্রবেশ করা ব্যক্তিদের ব্যাপারে তারা শঙ্কিত। স্থানীয় মানুষজন সম্প্রতি অন্য এলাকা থেকে তাদের এলাকায় আসা মানুষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগের নম্বরগুলো জানতে চেয়েছে। এছাড়াও, শরীরে নানা ধরনের উপসর্গ থাকার পরেও কোয়ারেন্টাইন বা লকডাউনের নিয়মগুলো মানছে না এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কেও তাদের আশঙ্কার কথা জানিয়েছে, এবং বলেছে তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নম্বর চান যাতে করে এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে তারা অভিযোগ করতে পারেন। আবার এই ধরনের অভিযোগ উঠালে তার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে কিনা সে সম্পর্কেও মানুষজন প্রশ্ন করেছে। এবং বলেছে অভিযোগ করার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে উল্টো হয়রানির সম্ভাবনা তারা দেখছে। তাছাড়া, মানুষজন ঠিক কোন স্থানে সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে সে তথ্যও জানতে চেয়েছে, যাতে করে এসব এলাকা এড়িয়ে চলে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষদের জন্য ঘরে থাকার চেয়ে জীবিকানির্বাহ করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ

দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে এমন মানুষজন লকডাউনের সময় বাড়ানোতে তাদের ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছে। তারা বলেছে কাজের জন্য ঘরের বাইরে না যেতে পারা তাদের রোজগারের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে এবং তারা এখন আয় বাড়ানোর বিকল্প উপায় খুঁজছে। মধ্যম আয়ের মানুষেরা জানিয়েছে তাদের আয় কমে গেলেও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দিনদিন বাড়ছে। সেই সাথে তারা জানিয়েছে কারো কাছে সাহায্য চাইতে তারা বিব্রতবোধ করছে। সাম্প্রতিক লকডাউনে নিম্ন ও মধ্যয় আয়ের মানুষদের রোজগার কমে যাওয়ার কারণে তারা ঘরে থাকার চেয়েও টাকা রোজগার নিয়েই বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

নিম্ন আয়ের মানুষেরা জানিয়েছে যেহেতু খুবই স্বল্প বা কোনো রকমের আয় রোজগার ছাড়াই তাদের চলতে হচ্ছে, তাই এই মূহুর্তে তাদের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে ত্রাণ। এই ত্রাণ তারা কোথা থেকে এবং কীভাবে পেতে পারে এবং কতদিন এই সুবিধা পাওয়া যাবে তাও তারা জানতে চেয়েছে। এছাড়াও, ত্রাণ বিতরণে নানা অনিয়ম সম্পর্কেও তাদের অভিযোগ জানিয়েছে। ইউএনও-র মতো কোনো সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতি, ত্রাণ বিতরণে এই অনিয়ম বন্ধে সাহায্য করবে বলে তারা পরামর্শ দিয়েছে। মধ্যম আয়ের মানুষেরাও তাদের জন্য ত্রাণের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে; কিন্তু লজ্জা এবং ত্রাণ গ্রহণ করলে আশেপাশের মানুষ কী ভাববে এই বোধ থেকে তারা জানিয়েছে যে, বেনামে এই ত্রাণ সহায়তা পেলে তাদের জন্য ভালো হয়।

চাকরি, রোজগার এবং খাদ্য সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা, সেই সাথে সংক্রমিত হওয়ার ভয়, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে

মানুষজন বলেছে তারা মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তায় ভুগছে এবং এই দীর্ঘসময় বাড়িতে থাকা তাদেরকে মানসিকভাবে হতাশ ও বিষণ্ন করে তুলেছে। কীভাবে এই মানসিক চাপ কাটিয়ে ওঠা যায় সে সম্পর্কে মানুষ জানতে চেয়েছে। কিছু মানুষ জানিয়েছে, এই চাপের কারণে পুরুষরা খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠেছে, যা প্রায়শই তাদেরকে স্ত্রীদের প্রতি সহিংস আচরণে উদ্বুদ্ধ করছে। কেউ কেউ বলেছে শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের সহিংসতার শিকার হচ্ছে; বিশেষত ঘরের বাইরে খেলতে যেতে চাইলে তারা অভিভাবকদের মারধরের শিকার হচ্ছে। এই অবস্থায় অনেকেই শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা জানিয়েছে।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্যের ঘাটতি

সঠিকভাবে হাত ধোয়ার উপায় বা কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কী ধরনের মাস্ক পরা উচিত এই ধরনের বিভিন্ন শঙ্কার কথা ছাড়াও মানুষজন আরো কিছু বিষয়ে জানতে চেয়েছে:

- কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একই পুকুরে গোসল করলে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা
- কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী শিশুকে দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে পারবে কিনা
- টাকার অভাবে পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার কেনা যাচ্ছে না
- রোগের লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসার জন্য কোথায় যাবে, সেই সাথে নিজস্ব এলাকায় কোভিড-১৯ এর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা না থাকা সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা
- অন্য যেকোনো অসুস্থতায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা পাওয়া যাবে না অনুমান করে সে সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা
- এই লকডাউনের সময়ে কর্মক্ষম থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে বিধায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ঘরে বসেই স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় নানা পরামর্শ
- লকডাউনের সময় পুষ্টি চাহিদা মেটানোর উপায়

নির্দিষ্ট কিছু মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারছে না বলে চিন্তিত

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অন্যদের কাছ থেকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারছে না বলে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তাদের জন্য কষ্টকর হবে এবং সহজেই তারা সংক্রমনের শিকার হতে পারে বলে তাদের ভয় হচ্ছে। ফসল সংগ্রহ করা অবস্থায় কৃষকরাও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। তাদের কাজের প্রকৃতির কারণে অন্যান্য কৃষকদের থেকে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করছে। এই শঙ্কাটি বিশেষকরে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় কর্মরত কৃষকদের কাছ থেকে উঠে এসেছে।

কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট ও অ্যাকউন্টিবিলিটির জাতীয় প্ল্যাটফর্ম - 'সংযোগ' এর পক্ষ থেকে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই বুলেটিনটি তৈরি করেছে। ফোন, হটলাইন, এসএমএস, রেডিও প্রোগ্রামের ফোন ইন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে পাওয়া নানা মতামতের ভিত্তিতে প্রথম সংস্করণটির তথ্যগুলো সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া, বিশ্লেষণধর্মী মতামতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে রেডিও পদ্মা (রাজশাহী), রেডিও সারাবেলা (গাইবান্ধা), কৃষি রেডিও (বরগুনা), রেডিও নালতা (সাতক্ষীরা), রেডিও বিক্রমপুর (মুন্সিগঞ্জ), রেডিও মেঘনা (ভোলা), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স (বিটিএস) এবং ভলান্টারি অ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভিএআরডি)-এর কাছ থেকে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ট্রান্সলেটরস উইদাউট বর্ডার্স এর সহযোগিতায় *'হোয়াট ম্যাটার্স'* বা *যা জানা জরুরি* নামে আরও একটি নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করে থাকে, যেখানে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মতামত ও উদ্বেগগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। সংযোগ-এর ওয়েবসাইটে এই বুলেটিনগুলো পাওয়া যাবে।